সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2008

বেতাগা উপজেলা শিক্ষা কমকতার বিরুদ্ধে সাড়ে তিন লাখ টাকা লোপাটের অভিযোগ

প্রতিনিধি, বেতাগী (বরগুনা)

নীতিমালা লঙ্ঘন করে বেতাগী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মু. জাহিদুল কবির তুহিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন শেখানোর সামগ্রী সরবরাহ করে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা লোপাট করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন উপজেলার ৫৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন শেখানোর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিসেট শিখন শেখানোর সামগ্রী বাবদ ১০ হাজার টাকা করে ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। টাকা বরাদ্দ পেয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মু. জাহিদুল কবির তুহিন নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিজেই শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয় করেন। বরিশালের আর এন সাপ্লাইয়ারর্স কোম্পানি থেকে ঘড়ি, মিটারস্টিক, থার্মোমিটার, স্পিরিং ব্যালেন্স, কাঁচি, ম্যাগনেট, ম্যাগনেফায়িং গ্লাস, ফুটবল, ফাস্টএইড বক্স, জ্যামিতি বক্স, জেলা ও উপজেলা ম্যাপ, চার্টসহ ১৩টি আইটেমের শিখন শেখানোর সামগ্রী কেনা হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামগ্রী কিনে শিক্ষা কর্মকর্তা ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, প্রতি সেট শিখন সামগ্রী ৪ হাজার হাজার টাকা শিক্ষা কর্মকর্তা আত্মসাৎ করেছেন।

নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে মালপত্র ক্রয় করবেন বলে নির্দেশ ছিল। মালপত্রের গুণাগুণ যাচাই-বাছাই করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিলের অনুমোদন দেবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে এর উল্টোটা। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিজেই মালপত্র ক্রয় করে ভাউচারে স্বাক্ষর রেখে প্রধান শিক্ষকদের নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন।

এতে কতিপয় প্রধান শিক্ষক মাল গ্রহণ করলেও অনেকেই এ মাল গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। এ জন্য তাদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে আরএন সাপ্লাইয়ার্সের মালিক প্রতি সেট সামগ্রীর মূল্য ৯ হাজার ৫০০ টাকায় সরবরাহের কথা জানালেও স্টককৃত মালপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও যৌথ বাহিনীর প্রতিনিধি পরিদর্শন করে ৪ হাজার টাকার মালপত্র হতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মু. জাহিদুল কবির তুহিন জানান, তিনি কোন শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয় করেননি। সবকিছু বিধি মোতাবেক হয়েছে কি না তিনি সঠিক বলতে পারছেন না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসেন আলী খোন্দকার অভিযোগের বিষয়ে আরও তদন্ত